Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 28-06-2026 16:26 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৩ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২৮ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮৫ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

ভারী বৃষ্টিতে সিকিমে ফের ভূমিধস, ভুটান থেকে ঢুকছে জল, বাড়ছে হড়পা বানের আশঙ্কা!

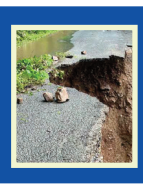

হরমুজে আবার তেলবাহী ট্যাঙ্ক হামলা! ইরান-আমেরিকা সংঘাতে ফের অশান্ত প্রণালী

মধ্যরাতে পার্ক সার্কাস স্টেশনে বুলডোজার অভিযান, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ দোকানপাট

ক্ষতিপূরণের টাকায় সুদ

নয়া জামানা ঃ রাজনৈতিক মিছিল, অবরোধ, দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ বা হিংসাত্মক বিক্ষোভে সরকারি কিংবা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট হলে এবার শুধু ফৌজদারি মামলাই নয়, ক্ষতিপূরণের টাকাও দিতে হবে অভিযুক্তদের। শুধু তাই নয়, সেই টাকা নির্দিষ্ট সময়ে না দিলে তার উপর সুদ চাপবে, এমনকি বকেয়া ভূমি রাজস্ব বা খাজনার মতো সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে তা আদায়ও করা যাবে। এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ মেনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৭২-এ বড় সংশোধন আনতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার।

কালীঘাটেও স্নানযাত্রা!

নয়া জামানা ঃ শ্রীক্ষেত্র আর কালীক্ষেত্র। ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক, উপাসনার রীতিতেও আকাশ-পাতাল ফারাক। এক দিকে বৈষ্ণব ভাবাবেগ, অন্য দিকে শাক্ত সাধনা। কিন্তু নদী আলাদা হলেও সাগরে গিয়ে তো সবাই মেশে। জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা তিথিতে এসে সেই দুই ভিন্ন ধারার মিলন ঘটে এক আশ্চর্য মোহনায়। পুরীর জগন্নাথদেবের মতোই উৎসবের আলোয় সেজে ওঠে মহাতীর্থ কালীঘাট। আবির্ভাব তিথিতে সেখানেও সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় স্নানযাত্রা। প্রথার নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে দুই ভিন্ন মেরুর পুণ্যতীর্থ।

চলল বুলডোজার

নয়া জামানা ঃ শনিবার মধ্যরাতে পার্ক সার্কাস স্টেশন চত্বরে চলল বুলডোজার অভিযান। পুলিশ ও আরপিএফকে সঙ্গে নিয়ে রেলের জমি দখলমুক্ত করতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একের পর এক অবৈধ দোকান-স্টল। অভিযান নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি রেল। শিয়ালদহ ডিভিশনের অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন পার্ক সার্কাস। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, স্টেশনের ভিতরে ও বাইরে রেলের জমিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য অবৈধ দোকান।

কন্টেনার-ব্যারেলে ডিজেল কিনতে

ছাড়ের ঘোষণা শুভেন্দু-সরকারের

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ রাজ্যজুড়ে কন্টেনার বা ব্যারেলে ডিজেল কেনার ক্ষেত্রে জারি হওয়া কড়া বিধিনিষেধে সমস্যায় পড়েছিলেন কৃষক থেকে শুরু করে হাসপাতাল ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। সেই দুর্ভোগ মেটাতে বড় পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জরুরি পরিষেবা এবং কৃষিকাজ সচল রাখতে জ্বালানির বিধিনিষেধে ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, আমাদের সরকার সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবন, জরুরি পরিষেবা এবং রাজ্যের অর্থনীতি কোনো বাধা ছাড়াই যেন সুচারুভাবে এগোতে থাকে তা নিশ্চিত করতে সর্বদা বদ্ধপরিকর। তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক কন্টেনারে (পাত্রে) ডিজেল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, যার ফলে আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাইরা, বিভিন্ন হাসপাতাল এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা কার্যক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেছে।জানা গিয়েছে, রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে। ইন্ডিয়ান

অয়েল , হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এবং ভারত পেট্রোলিয়ামের রাজ্য প্রধান তথা এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।সরকারি নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, জনস্বার্থ, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মূলত চারটি প্রধান ক্ষেত্রকে বিধিনিষেধের আওতা থেকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হচ্ছে;হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ক্লিনিকের নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার ব্যাক-আপ এবং পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের গাড়ির যাতায়াত সচল রাখতে।ফসল কাটা ও জমি চাষের কাজ (হার্ভেস্টিং ও টিলিং), ডেয়ারি, পোলট্রি ফার্ম, পচনশীল খাদ্য মজুত রাখার কোল্ড স্টোরেজ এবং বেকারির প্রোডাকশন লাইন সচল রাখার জন্য।আবাসন ও আবাসিক কলোনির ওয়াটার/সুয়ারেজ পাম্প চালানোর ডিজি সেট, সরকারি অফিসের প্রশাসনিক কাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার স্বার্থে।চা বাগানের প্রসেসিং ফ্যাক্টরি এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহন পরিকাঠামো সচল রাখতে।সরকারি নির্দেশে মূলত দুটি বড় ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, কৃষি, হাসপাতাল, কোল্ড স্টোরেজ, চা বাগান বা জরুরি পরিষেবার মতো ক্ষেত্রের জন্য দৈনিক জ্বালানি কেনার সর্বোচ্চ সীমা শিথিল করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই ক্ষেত্রের গ্রাহকদের জন্য পেসো অনুমোদিত নয় এমন পাত্র বা ব্যারেলেও ডিজেল দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে পাম্পগুলিকে।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় আশ্বস্ত করে বলেন, এই সমস্ত জরুরি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও গ্রাহকরা এখন থেকে কন্টেইনার বা ব্যারেলে সহজেই ডিজেল কিনে নিয়ে যেতে পারবেন এবং প্রতিদিন এই সকল গ্রাহকদের জ্বালানি প্রদানের ক্ষেত্রে যে সর্বাধিক সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তাও শিথিল করা হয়েছে।গ্রাহকরা হয়রানির শিকার না হন, তার জন্য তেল কোম্পানিগুলিকে অবিলম্বে পাম্প অপারেটরদের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। তবে কালোবাজারি বা অপব্যবহার রুখতে তেল নেওয়ার সময় গ্রাহকদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্র, ট্রেড রেজিস্ট্রেশন, জমির রেকর্ড বা অফিশিয়াল রিকুইজিশনের মতো প্রাথমিক নথি দেখাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে ডিজেল পাওয়ার জন্য পাম্পগুলোতে শুধুমাত্র প্রাথমিক পরিচয়ের নথিপত্র দেখালেই চলবে।রাজ্যের নাগরিক জীবন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর এই সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী মহল।

ফুটপাত-রাস্তা ব্যবসার জায়গা নয়, হকার উচ্ছেদে স্পষ্ট বার্তা মন্ত্রী দিলীপের

নয়া জামানা ঃ স্টেশন চত্বর থেকে হকার ও অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করছে রেল। এবার কি কলকাতার রাস্তাও হকারমুক্ত হবে? রাজ্য সরকারের তরফে কলকাতার উত্তর-দক্ষিণের রাজ্য স্তায় হকার অভিযান হবে কি না, তেমনই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।এদিন নিউটাউনের ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। কলকাতাও হকারমুক্ত হবে, এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, ফুটপাত, রাস্তা, প্ল্যাটফর্ম এগুলো ব্যবসা করার জায়গা নয়। সেগুলো যারা বসেছেন, যারা বসিয়েছেন, সবাইকেই বুঝতে হবে। রাজ্যে পালাবদলের পরে স্টেশন এলাকাগুলি হকারমুক্ত করার কাজ শুরু করেছে রেল। হাওড়া, শিয়ালদহ, দমদম-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ইতিমধ্যেই ফাঁকা করা হয়েছে। কিন্তু কলকাতার বহু রাস্তার ফুটপাতও হকারদের দখলে রয়েছে। সাধারণ মানুষ অনেক সময় ফুটপাত দিয়ে যাতায়াত করতেই পারেন না, বহু ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে দোকানিদের বচসাও হয় বলে অভিযোগ। ফুটপাত দখলের কারণে রাস্তা দিয়ে চলাচলে সমস্যা হয়, এমনকি দুর্ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ফুটপাত দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে

হকারদের দখলে রয়েছে বলেই অভিযোগ।বিজেপি সরকার ফুটপাত জবরদখল করে থাকা হকারদের সরিয়ে দেবে কি না, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল। এদিন সেই বিষয়েই স্পষ্ট বার্তা দিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ফুটপাত, রাস্তা, প্ল্যাটফর্ম এগুলো ব্যবসা করার জায়গা নয়। সেগুলো যারা বসেছেন, যারা বসিয়েছেন, সবাইকেই বুঝতে হবে। চেঁচামেচি করে কোনও লাভ হবে না। সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দেন। তাঁদের চলাফেরা করার অধিকার আছে। তিনি আরও বলেন, যে দোকান, তাঁরা ট্যাক্স দেন। তার সামনে দোকান বসে গিয়েছে। এগুলো ঠিক নয়। ফুটপাত পাওয়া যায় না। কলকাতায় একেই ছোট রাস্তা। গাড়িঘোড়ার জ্যাম। তার উপর রিস্ক নিয়ে যদি রাস্তায় হাঁটতে হয়, এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। আর নিজেরা সরে গেলেই ভাল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 28-06-2026 16:26 Page 2

ফের যুদ্ধের কালো ছায়া ইরানে

দেশের অস্তিত্বই থাকবে না, কঠোর হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মধ্য এশিয়াতে উত্তেজনা ফের চরমে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সামরিক বাহিনীর দাবি, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে শনিবার ইরানের একাধিক সামরিক ঘাঁটিতে নির্ভুল হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে সদ্য কার্যকর হওয়া অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়েছে।মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, হামলার লক্ষ্য ছিল ইরানের সামরিক নজরদারি কাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি, ড্রোন সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং সমুদ্রে মাইন পাতা সংক্রান্ত সামরিক ক্ষমতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জবাব হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে।এই হামলার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন, ইরান বারবার যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করছে। ট্রাম্প বলেন, আমার্কিন যুদ্ধবিমান ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের গুদাম এবং উপকূলীয় রাডার ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছে। ইরান যদি এই আচরণ বন্ধ না করে, তাহলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সংযম দেখাবে না। তখন সামরিকভাবে কাজ শেষ করতে বাধ্য হব। সেই পরিস্থিতি এলে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের আর অস্তিত্বই থাকবে না।এর আগেও বৃহস্পতিবার ওমান উপকূলের কাছে একটি মালবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে পাল্টা সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। মাত্র একদিনের ব্যবধানে ফের একই ধরনের সংঘর্ষ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের দাবি, শনিবার 'কিকু' নামে একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে একমুখী ড্রোন হামলা চালায় ইরান। ওই জাহাজে প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ছিল। জাহাজটি কাতারের একটি তেলক্ষেত্র থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করছিল।ওয়াশিংটনের দাবি, ইরানের এই হামলার জবাব হিসেবেই তাদের সামরিক বাহিনী রাতভর ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। অন্যদিকে ইরানও জানিয়েছে, তারা মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে।ব্রিটেনের ইউকে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস জানিয়েছে, শনিবার আক্রান্ত ট্যাঙ্কারটির ব্রিজ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে জাহাজের সমস্ত নাবিক নিরাপদ রয়েছেন। এদিকে আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীগুলির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জয়েন্ট মেরিটাইম ইনফরমেশন সেন্টার সাম্প্রতিক হামলার জেরে হুমকির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।যদিও ইরান সরাসরি জাহাজে হামলার অভিযোগ স্বীকার করেনি। তবে তাদের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের দাবি, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস অনুমোদনহীন পথে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে চাওয়া কয়েকটি জাহাজের উদ্দেশে 'সতর্কতামূলক গুলি' চালিয়েছে। এর ফলে বহু বাণিজ্যিক জাহাজ এখন ইরানের অনুমতি নিয়েই প্রণালী পার হওয়ার চেষ্টা করছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে এই নতুন সংঘাত আন্তর্জাতিক বাজারেও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে তেলের সরবরাহ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভয়ঙ্কর ভেনেজুয়েলা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পরপর দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা। বুধবার পরপর ৭.২ এবং ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দেশের একাধিক এলাকা। এই ভয়াবহ বিপর্যয়কে গত এক শতকেরও বেশি সময়ে ভেনেজুয়েলার অন্যতম ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে আন্তর্জাতিক সাহায্য পৌঁছলেও অনেক সাধারণ মানুষ নিজেরাই উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছেন। খালি হাতে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে প্রিয়জনদের খোঁজ করছেন তাঁরা।বর্তমানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯২০-তে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। এখনও হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে।ভেনেজুয়েলা সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী কারাকাস ও আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্পের পর ১৭২ জন এখনও আটকে রয়েছেন এবং প্রায় ৩,৩৬০ জন আহত হয়েছেন। নিখোঁজের সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি বলে দাবি করা হয়েছে।বিশ্বের একাধিক দেশ ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়ালেও, উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু বাসিন্দা। অনেকেই সরকারি ব্যবস্থার অপেক্ষা না করে নিজেরাই দল গঠন করে উদ্ধার অভিযানে নেমেছেন। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের উদ্ধারের পাশাপাশি নিখোঁজ হয়ে যাওয়া স্বজনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের পর প্রথম ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা উদ্ধারকাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের পর ধ্বংসস্তূপের নিচে থাকা মানুষদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যদিও খাবার ও জল পাওয়ার সুযোগ থাকলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। লা গুয়াইরা অঞ্চলের একটি ভেঙে পড়া আবাসন এলাকায় উদ্ধারকারী দলের প্রধান নাদিওমার পোলাঙ্কো এএফপিকে জানান, জীবিত কাউকে উদ্ধারের সম্ভাবনা খুব কম। এখন মূল লক্ষ্য মৃতদেহ উদ্ধার করা।তবে শুক্রবার রাতে উদ্ধারকাজে আরও সমস্যা তৈরি হয়। বিশৃঙ্খলা, যানজটের কারণে প্রশাসন বিপর্যস্ত এলাকায় প্রবেশে বিধিনিষেধ জারি করে। উদ্ধারকাজে অংশ নিতে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হবে বলে জানানো হয়েছে।জরুরি সামগ্রী সংগ্রহ করতে দোকান, ফার্মেসি এবং খাবারের গাড়ির সামনে মানুষের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। কোথাও কোথাও খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে দোকানে লুটপাটের ঘটনাও ঘটেছে।ভেনেজুয়েলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মেক্সিকো, আমেরিকা, এল সালভাদর, সুইৎজারল্যান্ড, কলম্বিয়া-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ৮৬১ জন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন। আরও প্রায় ১,০০০ জরুরি উদ্ধারকর্মী ২৫টি আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার পথে রয়েছেন বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ত্রাণ পাঠানো হয়েছে।রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ১৭টি দেশের উদ্ধারকারী দল এই অভিযানে অংশ নিচ্ছে। স্পেন, এল সালভাদর, সুইৎজারল্যান্ড, কলম্বিয়া ও মেক্সিকোর তরফে পাঠানো উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করেছে। ভেনেজুয়েলাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে ভারত, চিন, ব্রাজিল এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানও। পাশাপাশি পোপ লিও চতুর্দশ দেশটির জন্য প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ইউরোর আর্থিক সহায়তা পাঠিয়েছেন।

সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার সময় অন্তর্বাসে সাপ !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার আনন্দের মুহূর্ত এক লহমায় যে দুঃস্বপ্নে বদলে গেল! পুলে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা অন্তর্বাসের ভিতরে এক অদ্ভুত অস্বস্তি অনুভব করেন যুবক। কিছু একটা যেন নড়াচড়া করছে। ভালো করে খেয়াল করতেই বুক কেঁপে ওঠে। অন্তর্বাসের ভিতরে সেঁধিয়ে রয়েছে একটি আস্ত সাপ! হাড়হিম করা এই ঘটনার ভিডিয়ো সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভাইরাল হওয়ার ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ঔরৈয়া জেলায়।সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওই যুবক বন্ধুদের সঙ্গে সুইমিং পুলে স্নান করতে নেমেছিলেন। সবকিছুই ঠিক চলছিল। হঠাৎ ওই যুবক বুঝতে পারেন তাঁর অন্তর্বাসে কিছু একটা ঢুকেছে! কিন্তু সাপ, তা বুঝতেই পারেননি ওই যুবক। বিষয়টি দেখতে তাঁর বন্ধুরা এগিয়ে আসেন। বিষয়টি ভালো করে দেখতেই একেবারে চমকে ওঠার মতো কাণ্ড! অপ্রত্যাশিত ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এহেন পরিস্থিতিতে ওই যুবককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁর বন্ধুরা। কিছুটা ঝুঁকি না নিয়েই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই যুবক সুইমিং পুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দেশের এই মন্দিরে গেলেই সারে ডায়বেটিস

ভক্তদের বিশ্বাস, রোগ সারায় পিঁপড়েরা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সুখ-স্বাস্থ্য-সন্তান চেয়ে বারেবারে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হয় মানুষ। যে রোগের দাপটে সে বহুকাল ধরে কাবু, তা থেকেও নিষ্কৃতি চায় প্রায়শই। কিন্তু এমন এক মন্দির, যেখানে মানুষ যায় কেবলমাত্র একটি রোগই সারানোর জন্য; এমনটা খুব একটা শোনা যায় না। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে তামিলনাড়ুতে অবশ্য রয়েছে এমনই এক মন্দির, যেখানে আগত ভক্তদের দাবি থাকে কেবল একটিই; ব্লাড সুগার থেকে মুক্তি !মানুষের মুখে মুখে কোইলভেনি গ্রামের এই মন্দিরের নামই হয়ে গিয়েছে 'ডায়বেটিস মন্দির'। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই মন্দিরে বিশেষ একটি আচার পালন করলে রক্তশর্করার যাবতীয় সমস্যা কমতে পারে। ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্তরা শুধুমাত্র গুড় নিবেদন করেন! মন্দিরের আসল নাম কারুন্থেশ্বরর মন্দির। তামিল সন্ত তিরুজ্ঞানাসম্বন্দর ও তিরুনা ভুক্কারাসর তাঁদের ভক্তিগীতিতে যে ২৭৫টি পাড়ল পেত্রা স্থলম অর্থাৎ পবিত্র শিবমন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেই অন্যতম এটি। ঈশ্বর ছাড়াও এই মন্দিরে বাস করে লক্ষাধিক পিঁপড়ে! বহু বছর ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ প্রাচীন এই মন্দিরে প্রার্থনা করতে আসেন।স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, মধুমেহ সারাতে চাইলে গুড় হাতে আসতে হয় মন্দিরে। নিবেদন করার পর সেই গুড় যদি মন্দিরে উপস্থিত পিঁপড়েরা খায়, অথবা বহন করে নিয়ে যায়, তা শুভ লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এর মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত 'মিষ্টতা' বা রক্তের শর্করা প্রতীকীভাবে দূর হয়ে যায়।স্বাভাবিকভাবেই এই বিশ্বাসের পক্ষে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসাজনিত অবস্থা, যার নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই মন্দিরের আচারকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের কেন্দ্র হিসেবে দেখা উচিত, চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে নয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 28-06-2026 16:26 Page 3

ডিম থেরাপির পর পলাতক, বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার শওকত-ঘনিষ্ঠ খয়রুল

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট-পরবর্তী ভাঙড়ের অশান্তির ঘটনায় অভিযুক্ত শওকত-ঘনিষ্ঠ নেতা তথা ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ খয়রুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এলাকা থেকে ভাঙড় ডিভিশনের উত্তর কাশীপুর ও বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।পুলিশ সূত্রের দাবি, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া একাধিক অশান্তির মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় খয়রুল ইসলামের নাম ছিল। বিশেষ করে, ভাঙড়ের চকুয়া এলাকার বাসিন্দা ও আইএসএফ কর্মী ইসমাইল পাহাড়ি খুনের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই দীর্ঘদিন ধরে খ য়রুলের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে এলাকায় খয়রুলকে লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ জনতা 'ডিম থেরাপি' করে এবং তাঁকে মারধরও করে বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই তিনি এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দেন। তদন্তকারীদের দাবি, রাজনৈতিক পালাবদলের পর পুরনো অশান্তির মামলাগুলিতে নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই অভিযানের অংশ হিসেবেই বহরমপুরে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, ইসমাইল পাহাড়ি খুনের ঘটনায় আর কারা জড়িত ছিলেন, ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিলেন এবং কেন খয়রুল ভাঙড় ছেড়ে বহরমপুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৬ তারিখ ভাঙড়ের প্রভাবশালী নেতা শওকত মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের বামুনিয়া এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তাঁর নাম উঠে আসে। ওই মামলায় শওকত-ঘনিষ্ঠ শামসুলকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবার ইসমাইল পাহাড়ি খুনের মামলায় আরও এক শওকত-ঘনিষ্ঠ নেতার গ্রেপ্তারিকে ঘিরে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।তবে, খয়রুল ইসলাম বা তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে এখ নও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মামলার তদন্ত চলছে।

তারাতলা দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক নবীন সিংয়ের বাড়িতে বিধায়ক পার্থ ঘোষ, পাশে থাকার আশ্বাস

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা,রাণীগঞ্জ ঃ শহর কলকাতার তারাতলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত জেলা পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জের শ্রমিক নবীন সিং-এর বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রাণীগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ। পরিবারের সদস্যদের জানালেন সমবেদনা।এর পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিধায়ক পার্থ ঘোষ।প্রসঙ্গত চলতি মাসের ২৪ শে জুন বুধবার শহর কলকাতার তারাতলা ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডে নির্মীয়মান একটি গুদামের ছাদ হঠাৎ ভেঙে পড়ে। সেই সময় সেখানে কাজ করছিল একাধিক শ্রমিক যাদের মধ্যে একজন ছিল জেলা পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জের লায়েক বাঁধ ৩ নম্বর ধাউরার বাসিন্দা নির্মাণ শ্রমিক নবীন সিং। হঠাৎ এই ছাদ ধসে পড়াই মৃত্যু হয় একাধিক ব্যক্তির যাদের মধ্যে একজন ছিল নবীন সিং। যদিও সেই সময় পরিবার নবীন সিংয়ের নিহত হওয়ার খ বর পায়নি। নবীনের স্ত্রী, ছেলে ও বোনের মেয়ে ছুটে যাই কলকাতায়। খোঁজাখুঁজির পর শেষমেষ এসএসকেএম হাসপাতালে

নবীনের দেহ পাই পরিবার। কান্নাই ভেঙ্গে পড়ে। শোকের ছায়া নেমে আসে খনি শহর রানীগঞ্জে। পরিবারটির পক্ষ থেকে জানা যায়, তাদের একমাত্র রোজগেরে ছিল নবীন। তার মৃত্যুতে এখ ন পুরো পরিবার দিশাহারা। কোথায় যাবে ? কি করবে ? তারা এখন কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। তবে এদিন রবিবার , রানীগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ রানীগঞ্জের লায়েক বাঁধ এলাকায় নিহত নোবিনের বাড়িতে পৌঁছালে শোকের আবহের মধ্যেও কিছুটা ভরসা পায়। এদিন বিধায়ক পার্থ ঘোষ পরিবারের সাথে কথাবার্তা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং তাদের সমবেদনা জানান। পাশাপাশি সরকারি সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তিগত তরফ থেকেও যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, তা করার প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপি বিধায়ক পার্থ ঘোষ। তিনি বলেন,একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে নয়, এই এলাকার মানুষ হিসেবে আমি সবসময় এই পরিবারের পাশে থাকব।তাছাড়াও দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়ে বিধায়ক বলেন,যাদের গাফিলতিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, প্রশাসনকে বলব তাদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত ডুয়ার্স, তিস্তা-জলঢাকায় হলুদ সতর্কতা

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মেনেই প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে রবিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। পাহাড় এবং ভুটানে ভারী বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ফুলেফেঁপে উঠেছে তিস্তা ও জলঢাকা নদী। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়ির গজলডোবা তিস্তা ব্যারাজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। রবিবার সকালে প্রায় ৩,০০০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।এদিকে ভুটান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি জলের চাপে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের 'হাতিনালা' এলাকা কার্যত জেলার বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় সিভিল ডিফেন্স, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ-সহ বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন সর্বক্ষণ নজরদারি চালাচ্ছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। তার মধ্যে বানারহাটে সর্বাধিক ২০৩ মিমি, আলিপুরদুয়ারে ১৭৭.৪০ মিমি, মালবাজারে ১৬৫.৯০ মিমি, হাসিমারায় ১৬০.২০ মিমি এবং শিলিগুড়িতে ১২৯.৬০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া জলপাইগুড়িতে ৪৮.৬০ মিমি, ময়নাগুড়িতে ৬৯.৮০ মিমি, কোচবিহারে ৬৮.৯০ মিমি, তুফানগঞ্জে ৮৫.৬০ মিমি এবং মাথাভাঙ্গায় ৪২.৪০ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে জয়গাঁও-ফুন্টশোলিংয়ে বন্যার মতো পরিস্থিতি, জলের তলায় রাস্তা-ঘাট

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ টানা কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে ভারত,ভুটান সীমান্তের জয়গাঁও ও ভুটানের ফুন্টশোলিং এলাকায় বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত একটানা প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়ি ঢল নেমে আসে। তার জেরে তোর্সা নদী-সহ একাধিক ঝোরা ও নালার জল হু হু করে বেড়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জয়গাঁও এবং ফুন্টশোলিংয়ের অনেক রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও আবার কোমর সমান জল জমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে।স্থানীয় মানুষ

জানিয়েছেন, গভীর রাত থেকেই বৃষ্টি বাড়তে শুরু করে। সকাল হতেই দেখা যায় রাস্তা দিয়ে আর গাড়ি চলাচল করা যাচ্ছে না। অনেক জায়গায় দোকানপাটে জল ঢুকে পড়েছে। নিচু এলাকায় থাকা বাড়িগুলিতেও জল ঢুকে যাওয়ায় অনেক পরিবার সমস্যায় পড়েছেন। যারা সকালে কাজে বের হওয়ার কথা ছিল, তারাও বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট সব জায়গাতেই বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে।সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ফুন্টশোলিংয়ের ভুটান গেটের সামনে দিয়ে প্রবল স্রোতে জল বইছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির চাকা পর্যন্ত ডুবে গেছে। কোথাও কোথাও ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক জল ঠেলে এগোতে গিয়ে আটকে পড়েছে। পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা জল এতটাই বেশি ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকায় জল জমে যায়।শুধু ফুন্টশোলিং নয়, তার প্রভাব পড়েছে জয়গাঁওতেও। সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে জল জমে যাওয়ায় ভারত,ভুটান যাতায়াতেও কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়। যদিও প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখ ছে এবং কোথাও যাতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

'সরাসরি শংকর' কর্মসূচিতে মানুষের দুয়ারে পর্যটনমন্ত্রী

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ ভোটের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভোটের পর সেই প্রতিশ্রুতিই রাখছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দিতে নিয়মিত আয়োজন করছেন সরাসরি শংকর কর্মসূচির।পরপর দুইবার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন শংকর ঘোষ। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনবেন, তাঁদের পাশে থাকবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন। সেই কথা রেখেই বিধায়ক হওয়ার পর শুরু করেন সরাসরি শংকর কর্মসূচি।আজ, রবিবার শিলিগুড়ির মার্গারেট স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো এই কর্মসূচির তৃতীয় পর্ব। আগের দু'টি অনুষ্ঠানের মতো এদিনও শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নাগরিক সমস্যার কথা নিয়ে উপস্থিত হন। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন শংকর ঘোষ। অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।শংকর ঘোষ জানান,

শিলিগুড়িতে যতদিন থাকবেন, ততদিন নিয়মিতভাবেই সরাসরি শংকর কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। কারণ তাঁর মতে, জনপ্রতিনিধির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো মানুষের কথা শোনা এবং তাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করা।বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রীকে এত সহজে হাতের কাছে পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য, সমস্যা জানাতে আর দপ্তরের পর দপ্তরে ঘুরতে হচ্ছে না। সরাসরি জনপ্রতিনিধির কাছে নিজেদের কথা তুলে ধরার সুযোগ মিলছে।রাজনীতিতে পদমর্যাদা বাড়লেও শংকর ঘোষের ব্যবহার ও মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ধরনে কোনো পরিবর্তন আসেনি বলেই মত অনেকের। ভোটের আগে যেমন সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন,

মন্ত্রী হওয়ার পরও ঠিক একইভাবে তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আর সেই কারণেই সরাসরি শংকর কর্মসূচি ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কাছে আস্থা ও ভরসার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 28-06-2026 16:26 Page 4

বন্দেমাতরম ভবন

২২৫ বছরের এই বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অমূল্য সৃষ্টি

চুঁচুড়া স্টেশনে নেমেই ঘড়িতে দেখলাম, বিকেল তিনটে। স্টেশনে তখন হাতেগোনা কয়েকটা লোক। দুপুরের আলস্য কাটেনি তখনও চারিদিকে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই টোটো। মিনিট পনেরো লাগলো। গন্তব্য বঙ্কিমের স্মৃতির ঠেক। এ শহরের চারিদিকে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে ঠিকই, কিন্তু তারপরও যেন একটা ইতিহাসের গন্ধ লেগে রয়েছে গোটা শহর জুড়ে। বিশেষ করে নদীর পাড় ধরে জোড়াঘাট যাওয়ার রাস্তাটায় যেন একটা ইতিহাস দাঁড়িয়ে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।তাহার দিনকতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলিতে বাসা করেন। দুইটি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। জোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণে দুইখানা বাড়ির পর একটি বাড়ি তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর-বাটীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত। উহার নীচ দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়াছিলেন- তসন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।বৈঠকখানা-বাড়িতে তিনটি ঘর ছিল; তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন, আর গঙ্গা দেখিতেন। - চন্দ্রনাথ বসু কলমে এমনটাই আভাস মেলে বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়ি নিয়ে।প্রথম ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পারিবারিক বেশ কিছু ছবি রয়েছে। আর দ্বিতীয় ঘরে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন মুহূর্ত-সহ নানা স্থাপত্যের ছবি।

গঙ্গার পাড় ঘেঁষে সাদা রঙের একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ দেখে আশেপাশে উঁকি মারতেই চোখে পড়লো, গঙ্গার বাঁধানো ঘাটের দিকে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি। আর পাশেই, রয়েছে দ্বিতীয় দরজা। দরজার মাথার ওপর পাথরের ফলকে খোদাই করা তবন্দেমাতরম ভবন। পাশেই বসে থাকা কিছু স্থানীয় বাসিন্দার কথায় জানলাম, এ দরজাটা সকলের জন্য খোলাই থাকে। তবে আর দেরি কেন! ঢুকে পড়া গেল, বঙ্কিমের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটায়। পলেস্তারার কারুকাজ, কড়িকাঠের ছাদ, খড়খড়িওয়ালা কাচের এসব নিয়ে যেন অতীতের অ্যালবাম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে পুরোনো গন্ধ মাখা বাড়িটার ঘরগুলোয় যেন একটা আলো আঁধারি তৈরি হয়েছে।

বড়ো আলোগুলো জ্বালিয়ে দেব?, নিঃশব্দতাকে ছাপিয়ে গমগম করে উঠলো একটা কণ্ঠস্বর। আলাপ হল বাড়িটির বর্তমান কেয়ারটেকার দেব কুমার সাঁতরার সঙ্গে। তিনিই জানালেন, তবর্তমানে 'বন্দে মাতরম ভবন' চুঁচুড়া পুরসভার 'হেরিটেজ কমিটি'র তত্ত্বাবধানে। ২০০৮ সাল থেকে চুঁচুড়া পুরসভার দায়িত্বেই রয়েছে বাড়িটি।দেওয়ালে দেওয়ালে তথ্য ঠাঁসা। কতো স্মৃতি, কতো গল্প। ঘরে ঢুকেই প্রথম চোখ পড়ল বাঁদিকে বন্দেমাতরম-এর স্মৃতিফলকের দিকে। নিমেষের মধ্যে যেন ছবির দুনিয়ায় ধরা পড়ল কাহিনি। লাগোয়া ঘাটের দিক থেকে দু'টি ঘর খোলা থাকে দর্শনার্থীদের জন্য। প্রথম ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পারিবারিক বেশ কিছু ছবি রয়েছে। আর দ্বিতীয় ঘরে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন মুহূর্ত-সহ নানা স্থাপত্যের ছবি।

দেবকুমারবাবু বললেন, এইসব ছবি, স্মৃতিগুলো নিয়ে আজকাল প্রায়ই শুনি সবাই প্রোজেক্টের কাজ করে। স্কুল কলেজের সব ছেলেমেয়েরা আসে। সারাদিন এখানেই থাকে, ছবি তোলে।ঐতিহাসিকদের মতে, পলাশির যুদ্ধের সময় নির্মিত এই বাড়িটির বয়স এখন প্রায় ২২৫ বছর। লখনউয়ের এক ব্যবসায়ী মালিক কাশিম হুগলি নদীর পাড়ে নির্মাণ করেন এই বিশাল বাড়ি। ইতিহাস বাদ দিলে মালিক কাশিমের এই বাড়ির আরও একটি দিক আছে। সময়টা ১৮৭৬-৭৭ সাল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন হুগলি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর পৈতৃক ভিটে নদীর অপর পারে, নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে। চাকরির সুবাদে তাই বাড়ি ভাড়া করেন চুঁচুড়ায়। লেখালেখির সঙ্গে সঙ্গীত চর্চাও করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতেন মালিক কাশিমের এই বাড়িটি। যদিও হুগলির সঙ্গে বঙ্কিমের সম্পর্ক আরও আগের। হুগলি মহসিন কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটি থেকে নিয়মিত নৌকা করে যাতায়াত করতেন। এর প্রায় কুড়ি বছর পর হুগলির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে জোড়াঘাটের বাড়িতে থাকা শুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতির মধ্যগগনে পৌঁছেছেন। তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রত্যেক শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির অন্দরমহলে নিজের স্থান করে নিয়েছে। সেকালের বহু নামকরা কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিয়মিত তাঁর হুগলীর বাড়িতে আসতেন এবং তাঁর জোড়াঘাটের বৈঠকখানা ঘরে সাহিত্যচর্চা, আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের আসর জমে উঠত।

জোড়াঘাটের বাড়িতে কাটানো এই পাঁচটি বছর তাঁর সাহিত্যরচনার ভরপুর প্রেক্ষাপট রচনা করে। প্রকাশিত হয় 'রজনী', 'উপকথা', 'কবিতা পুস্তক' , 'কৃষ্ণকান্তের উইল' , 'সাম্য' প্রভৃতি বইগুলি। ১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাই চুঁচুড়া থেকে নবীনচন্দ্র সেনকে লেখা বঙ্কিমের চিঠি থেকে জানা যায় যে এই বাড়িতে বসেই তিনি রচনা করেছিলেন আনন্দমঠ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস।তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস মানেই দেশবাসীর স্বাধীনতার গন্ধ, লড়াইয়ের গন্ধ। এই সেই বাড়ি, যেখানে বসেই বঙ্কিমের গানে জোয়ার এসেছিল সেই সুরের গন্ধের। 'বন্দে মাতরম', আপামর দেশবাসীর পরিচিত সেই সুরের সৃষ্টি হয় এই আঙিনায়। আজও যেন, ঘরের কড়িকাঠগুলো, খিলানগুলো সেই অতীতকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতির ভারে একটুও নুব্জ হয়নি সে, বরং পরিণত হয়েছে।

এই বাড়ির কিন্তু আরেকটা ঐতিহ্য আছে, গঙ্গার দিকে মাটির নিচে একটা ঘর আছে। বছরে অন্তত বার পাঁচেক ছবির প্রদর্শনী হয় ওই ঘরে। বছরের ওই কটাদিন জমজমাট পরিবেশ থাকে এই বাড়িতে, বললেন দেবকুমার সাঁতরা।শহরতলির অলিতে গলিতে আজও রয়েছে ইতিহাসের হদিশ। চুঁচুড়ার বঙ্কিমভবনও যেন সেই ইতিহাসের কথাই বলে। গঙ্গার হাওয়া গায়ে মেখে নিজের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছে। আর হাট করে খুলে রেখেছে বাড়িতে প্রবেশের দরজাটা। অপেক্ষা করে আছে নতুন কিছু মুখের। এ বাড়িটার অন্দরে দাঁড়ালে আজও যেন শিহরণ লাগে।

দেওয়ালের লেখা গুলো পড়লে হারিয়ে যেতে হয় অতীতের দেশে। আবার কখনও বা সেই অতীতের দেশ থেকে বাস্তবে নিয়ে আসে এই বাড়িটার আজকের বাসিন্দাদের কোলাহল। না এরা কোনোও মানুষ নয়, এরা একঝাঁক পায়রার দল। যারাই হয়তো সশব্দে পাহারা দিচ্ছে বাড়িটাকে। পাহারা দিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের তথা দেশের স্বাধীনতার একটা উজ্বল অধ্যায়কে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।